তারিখ 21 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

দৈনিক
ইত্তেফাক

সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চালু প্রসঙ্গে

ড. মো. হুমায়ুন কবীর

বর্তমানে দেশে প্রাইমারি স্কুল থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ভর্তিচ্ছুদের রীতিমত একটি যুদ্ধে অংশ নিতে হয়। আর এখন তা ভর্তিযুদ্ধ হিসেবে সমধিক পরিচিতি লাভ করেছে। কম খরচে মানসম্পন্ন লেখাপড়া করার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির জন্য যুদ্ধটাই বেশি হয়ে থাকে। তবে শুধু ১ম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাইমারি স্কুলগুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে মানসম্পন্ন লেখাপড়া হয় না বলে মনে করেন অনেকে। সেজন্য প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় পুরোটাই বেসরকারি পর্যায়ে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত কিন্ডার গার্টেন স্কুলে ঝুঁকে পড়েছে। সেজন্য শুধু সরকারি প্রাইমারি স্কুলগুলোতে ভর্তির এতটা প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হতে দেখা যায় না। এবারে আসা যাক উচ্চ মাধ্যমিক কিংবা উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা প্রসঙ্গে। মাধ্যমিক পাস করার পর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে অর্থাৎ কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য আগে শিক্ষার্থীদের তাদের পছন্দমত কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঘুরে বেড়াতে হতো। কিন্তু গত বছর অর্থাৎ ২০১৫ সাল থেকে একাদশে ভর্তির বিষয়টিও সমন্বিতভাবে সারা দেশের জন্য অনলাইন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সেখানে একজন শিক্ষার্থী ইচ্ছামাফিক তার পছন্দমত বিশটি পর্যন্ত কলেজকে তাদের ভর্তি পছন্দের তালিকায় রাখার সুযোগ পাচ্ছে।

গত বছর এ পদ্ধতি প্রথমবারে শুরু হওয়ার কারণে সেখানে কিছু ত্রুটি দেখা দিলেও সেবারের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবারে (২০১৬) তা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে। সেজন্য এবারে একাদশের অনলাইনে ভর্তির প্রক্রিয়াটি বড় ধরনের কোনো অভিযোগ ছাড়াই সারাদেশে সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনেক আগে থেকেই অনলাইন পদ্ধতিতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। সেখানে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে বেশ কিছুদিন যাবৎ সকল বিশ্ববিদ্যালয় একত্রে একইদিনে একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আলাপ-আলোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু সেসব স্থানে কিছু সমস্যা রয়েছে, যার জন্য সেগুলো পুরোপুরি একসঙ্গে সমন্বিতভাবে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয়ে উঠছে না। চাকরির ক্ষেত্রে ২৯টি বিসিএস ক্যাডারে কর্মকর্তা নিয়োগ করার জন্য পিএসসির মতো পরীক্ষা গ্রহণকারী সাংবিধানিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকার কারণে তা সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। অপরদিকে ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট কমিটিও তাদের চাকরির পরীক্ষা একসঙ্গে নিতে পারে। নিতে পারে দেশের সকল মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা, সারাদেশের ক্যাডেট কলেজসমূহের জন্য একটি সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা। কিন্তু সমস্যা হয় দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভর্তি পরীক্ষা একসঙ্গে নিতে এসে। কারণ দেশে বর্তমানে ৩৮টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যা মেডিক্যাল কলেজ কিংবা ক্যাডেট কলেজের মতো ইউনিফরমড না। কোনোটি সাধারণ তো কোনোটি আবার বিশেষায়িত কিংবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর। অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় ও ডিসিপ্লিনের সঙ্গে কোনোটির তেমন কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রত্যেকটি তাদের নিজ নিজ স্বায়ত্তশাসিত আইন দ্বারা পরিচালিত। সেজন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ একমত হয়ে একই প্রশ্নে একই দিনে একটি সমন্বিত পরীক্ষা গ্রহণ করা যেমন বাস্তবসম্মতও নয়, আবার কঠিনও। সেজন্য সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ফোরাম 'বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ (এইউবি)' প্রতিবছরেই তাদের ভর্তি পরীক্ষাগুলো যতসম্ভব সকলে একসঙ্গে বসে সমন্বয় করে থাকে, যাতে একই দিনে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হয়। সেজন্য এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আসন্ন ফলাফল প্রকাশের পর ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ২০১৬ সালের জন্যও একটি সমন্বিত পরীক্ষা শিডিউল গত ১৯ জুলাই ২০১৬ তারিখে ফোরামটির নির্বাহী কমিটির এক সভায় নির্ধারণ করা হয়েছে। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৩, ২৪ ও ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ২১ ও ২৮ অক্টোবরে তাদের ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে শুরু হয়ে একে একে দেশের সবগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই অনুষ্ঠিত হতে হতে আগামী ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত তা পালাক্রমে চলতে থাকবে। এতে শিক্ষার্থীদের অর্থ, হয়রানি ও সময়-সবই কমবে। আপাতত এটাই সবার প্রত্যাশিত।

● **লেখক : ডেপুটি রেজিস্ট্রার, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়**
email: hkabirfmo@yahoo.com